সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ১৫, ২০০২

[অষ্টম খন্ড--বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩১ শে মার্চ, ২০০২ইং

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১/১৩- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্বারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ প্রণয়ন করিল ঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- [১][(১)] এই বিধিমালা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

[২][(২) এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবেঃ

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন/০৩-১৯, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন/০৩-১৯, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, এই বিধিমালার অধীন সময় সময় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশও জারী করিতে পারিবে।]

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) "অধিগ্রহণকারী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যে নিজে বা অন্য কাহারো সাথে সম্মিলিত হয়ে কোন কোম্পানীর শেয়ার অধিগ্রহণ করে বা সেই জন্যে প্রস্তাব করে;

(খ) "আইন" বলিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ বুঝাইবে ;

(গ) "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক" অর্থ দশ শতাংশ কিংবা উহার অধিক বা কমিশন কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে নির্ধারিত কোন সংখ্যাকে বুঝাইবে;

(ঘ) "কোম্পানী" বলিতে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোন কোম্পানীকে বুঝাইবে যাহার ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ার এই বিধিমালার অধীনে অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হইবে;

(ঙ) "গণবিজ্ঞপ্তি" অর্থ গণ মাধ্যমে সর্বসাধারণকে অবহিতকরণের নিমিত্তে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

(চ) "প্রস্তাব পত্র" অর্থ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচারিত প্রস্তাবকে বুঝাইবে।

(২) এই বিধিতে ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা বক্তব্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা বক্তব্য Securities and Exchange Ordinance, 1969, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং ডিপজিটরী আইন, ১৯৯৯ বা উহাদের অধীনে জারিকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালাতে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বিধিমালা প্রয়োগের পরিধি**।- (১) এই বিধিমালা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই বিধিমালার কোন বিধি নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ঃ

(ক) সর্ব সাধারণ্যে শেয়ার বরাদ্দের প্রচার (প্রসপেক্টাস) অনুসরণে আবেদনপত্র মূলে;

(খ) অবলেখক হিসাবে; [১][***]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং এর দ্বারা [অথবা] শব্দটি বাতিল করা হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) কমিশন হইতে রেজিস্ট্রেশন সনদপ্রাপ্ত কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার কর্তৃক কোন মক্কেলের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা কালে [১][;]

[২][(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন মিউচুয়াল ফান্ড এর সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে;

(ঙ) রাইট বা বোনাস ইস্যু মূলে;

(চ) উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরের মাধ্যমে; অথবা

(ছ) আদালতের আদেশ বলে (by operation of law) হস্তান্তরের মাধ্যমে।]

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং দ্বারা [।] (দাড়ি) এর স্থলে [;} (সেমিকোলন) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শেয়ারের মালিকানা প্রকাশ

৪। **ক্রান্তিকাল (transitional)**।- (১) কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানীর দশ শতাংশের অধিক শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত ব্যক্তি এই বিধিমালা প্রজ্ঞাপিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঐ কোম্পানীতে তার সমুদয় শেয়ার ধারন বিষয়ে নিম্নলিখিতদের নিকট প্রকাশ করিবে ঃ

(ক) কমিশনসহ যেই স্টক এক্সচেঞ্জে উল্লিখিত কোম্পানীর শেয়ার তালিকাভূক্ত রহিয়াছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জের নিকট; এবং

(খ) উল্লিখিত কোম্পানীর নিকট।

(২) প্রত্যেক কোম্পানী, উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা, কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথেই উহা on-line news হিসাবে প্রচার করিবে।

[১][৫। **কোন কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন ও প্রকাশনা**।- কোন শেয়ার অর্জনকারী নিম্মোক্ত উপায়ে কোন কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন করিতে পারিবে,-]

(ক) সর্বসাধারণ্যে বরাদ্দ করার প্রচার অনুসরণে;

(খ) রাইট বা বোনাস ইস্যু সূত্রে;

(গ) স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয়সূত্রে;

(ঘ) এক বা একাধিক হস্তান্তরের মাধ্যমে;

(ঙ) উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরের মাধ্যমে; অথবা

(চ) উপরে উল্লিখিত নয় এমন অন্য কোন পদ্ধতিতে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কোম্পানী উহার আহুত বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বুক ক্লোজার (book closure) এর ভিত্তিতে দশ শতাংশ বা উহার অধিক সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারদের তালিকা কমিশন ও ষ্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ

[১][৬। **স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যম ব্যতিরেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন।**- কোন কোম্পানীতে উল্লেখযোগ্য বা তদাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক, বা যিনি কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি, স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যতিরেকে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত কোম্পানীর দশ শতাংশ [২][***] বা উহার অধিক শেয়ার অর্জন করিতে চাহিলে, অথবা দশ শতাংশ বা উহার অধিক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যতিরেকে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত কোম্পানীর আরও শেয়ার অধিগ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত কোম্পানীর ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার ক্রয়ের একটি প্রস্তাব অন্যান্য শেয়ারধারকদের নিকট দিতে হইবে।]

[৩][৭। **স্টক এক্সচেঞ্জ হইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার ক্রয়।**-কোন কোম্পানীতে উল্লেখযোগ্য বা তদাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক, বা যিনি কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি, স্টক এক্সচেঞ্জ হইতে উক্ত কোম্পানীর দশ শতাংশ [২][ ] বা উহার অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে চাহিলে, অথবা দশ শতাংশ বা উহার অধিক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক স্টক এক্সচেঞ্জ হইতে উক্ত কোম্পানীর আরও শেয়ার ক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।]

৮। **শেয়ার অধিগ্রহণ বা ক্রয় সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি।**- (১) কোন শেয়ার অর্জনকারী বা অধিগ্রহণকারী বিধি ৬ বা ৭ এর আওতায় প্রস্তাব বা গণবিজ্ঞপ্তি কমিশন কর্তৃক নিবন্ধনকৃত কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে প্রদান করিবে।

(২) মার্চেন্ট ব্যাংকার এই বিধিমালার তফসীলে বর্ণিত কর্তব্য সমূহের পরিপালন নিশ্চিত করিবে।

(৩) বিধি ৬ বা ৭ এর আওতায় কোন গণবিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন/০৩-১৯, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ ইং এর দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/প্রশাসন-১৬, তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৩ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা মার্চ ১৩, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **গণবিজ্ঞপ্তির সময় নির্ধারণ**।- (১) বিধি ৮ এ বর্ণিত গণবিজ্ঞপ্তি শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় চূড়ান্ত হওয়া বা এই ব্যাপারে মার্চেন্ট ব্যাংকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া বা সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করার তিন কর্ম দিবসের মধ্যে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) বিধি ৮ এ উল্লিখিত গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের ইচ্ছা শেয়ার ক্রয়ের পূর্ব মূহুর্তে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) যেই ক্ষেত্রে তাহার উক্ত কোম্পানীতে শেয়ারের সংখ্যা দশ শতাংশ অতিক্রম করিয়া যাইবে; অথবা

(খ) যদি উক্ত ব্যক্তির বর্তমান শেয়ারের সংখ্যা দশ শতাংশের অধিক থাকে তবে আরও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

১০। **গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু**।- বিধি ৮ এ উল্লিখিত গণবিজ্ঞপ্তিতে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্মোক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সংখ্যা সহ শেয়ার অধিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ;

(খ) শেয়ার অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে ও শর্তাবলী সহ শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবিত মূল্য;

(গ) শেয়ার অধিগ্রহণকারীর জাতীয়তা সহ পূর্ণ পরিচয়;

(ঘ) শেয়ার অধিগ্রহণকারীর ও তাহার সহিত সংঘবদ্ধ অন্যান্যের বর্তমান শেয়ার মালিকানা সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য;

(ঙ) শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে যেই চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক করা হইয়াছে এবং উহাতে শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত যেই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ;

(চ) শেয়ার ক্রয় প্রস্তাবের তারিখ এবং যেই সময়ের মধ্যে ক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে তাহার উল্লেখ;

(ছ) শেয়ার ক্রয়ের মূল্য কখন ও কিভাবে প্রদান করা হইবে;

(জ) শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলী সহ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ -

(অ) উদ্যোক্তা, পরিচালক বা জনগণের নিকট হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক শেয়ার সংখ্যা;

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন, ১৯৪৭ এর আওতায় কোন শর্ত আরোপিত হইলে তাহার বিবরণ;

(ই) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (যদি আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে)।

(ঝ) প্রস্তাবিত অর্জন বা অধিগ্রহণ বাস্তবায়নের নিশ্চিতির স্বপক্ষে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমাটে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকূলে ইস্যুকৃত নির্ধারিত মূল্যের একটি performance bond কমিশনে দাখিল করা হইয়াছে।

(ঞ) কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শেয়ার অধিগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় এমন কোন তথ্য।

১১। **গণবিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কর্তব্য**।- (১) গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের প্রস্তাব বা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, ব্রসার বা প্রচার সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদিতে শেয়ার ক্রয় প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার ধারণকারীগণ যাহাতে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই জন্যে উহাতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি থাকিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি, ব্রসার বা কোন দলিল জনগণের নিকট প্রেরণের অন্ততঃ দুই কর্ম দিবস পূর্বে উহার সত্যায়িত অনুলিপি মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) মার্চেন্ট ব্যাংকার জনগণের নিকট প্রেরিত সকল দলিলে, বিজ্ঞপ্তিতে বা ব্রোসারে যেই সকল তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে উহা সত্য ও ত্রুটিমুক্ত এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র কমিশনের নিকট দাখিল করিবে।

১২। **নথিভুক্তকরণের তারিখ**।- (১) অর্জনকারী বা অধিগ্রহনকারী শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবপত্র কোম্পানীর রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার সহ যাহাদের শেয়ার ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাদের নিকট নথিভূক্তকরণের নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

(২) নথিভুক্তকরণের তারিখ কোন অবস্থাতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের বেশী হইতে পারিবে না।

১৩। **প্রস্তাব মূল্য**।- **(১)** বিধি ৬ ও ৭ এর আওতায় শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত মূল্য অবশ্যই -

(ক) নগদে; অথবা

(খ) যদি শেয়ার অধিগ্রহণকারী কোন কোম্পানী হয় তবে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে; অথবা

(গ) উপ-বিধি ১ (ক) ও ১ (খ) তে উল্লিখিত দুইটি উপায়ের সম্বিলিত মাধ্যমে; অথবা

(ঘ) বিক্রেতার গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন পন্থায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চুক্তি বা সমঝোতা পত্রে কোন একটি শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদেরকে নগদে অর্থ প্রদানের কথা উল্লেখ থাকে তবে অবশিষ্ট শেয়ার হোল্ডারগণ নগদে মূল্য লাভের অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর জন্য প্রস্তাব মূল্য হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিধি ৬ এর আওতায় শেয়ার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আলোচনালব্ধ ন্যূনতম মূল্য হইবে স্টক এক্সচেঞ্জে সর্বোচ্চ বাজার দর বা শেয়ার ক্রয় প্রস্তাব প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বের ছয় পঞ্জিকা মাসের শেয়ারের গড় বাজার মূল্য, এই দুইটির মধ্যে যেইটি সর্ব্বোচ্চ ;

(খ) বিধি ৭ এর আওতায় শেয়ার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্য হইবে স্টক এক্সচেঞ্জে সর্বোচ্চ বাজার দর বা শেয়ার ক্রয় প্রস্তাব প্রকাশের ছয় পঞ্জিকা মাস পূর্বের প্রতি সপ্তাহের উক্ত শেয়ারের গড় বাজার মূল্য, এই দুইটির মধ্যে যেইটি সর্ব্বোচ্চ ;

(গ) যদি কোন শেয়ার, যাহা অধিগ্রহণ করা হইবে তাহার বেচা-কেনা স্টক এক্সচেঞ্জে বিগত ছয় পঞ্জিকা মাসের অধিক সময়ে না হয়, তাহা হইলে উক্ত শেয়ারের গড় মূল্য কোন স্টক এক্সচেঞ্জে দৈনিক লেনদেনের গড় মূল্যের উপর নির্ভর করিবে না; তবে সেই ক্ষেত্রে উক্ত মূল্য অধিগ্রহণকারী ও বিক্রেতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাইবে।

[[১]"ব্যাখ্যাঃ 'স্টক এক্সচেঞ্জে সর্বোচ্চ বাজার দর' বলিতে অত্র বিধিমালা জারির পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ এপ্রিল ১৫, ২০০২ইং তারিখের পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান সর্বোচ্চ বাজার দরকে বুঝাইবে।" ।]

১৪। **সাধারণ দায়-দায়িত্ব**।- (১) প্রত্যেক কোম্পানী প্রতিমাসে উহার দশ শতাংশের অধিক শেয়ার ধারনকারীর নাম কমিশন সহ সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করিবে।

(২) শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করার তিন কর্ম দিবসের মধ্যে শেয়ার অধিগ্রহণকারী প্রস্তাব পত্রের এক কপি সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নিকট দাখিল করিবে।

(৩) অধিগ্রহণকারী তাহার শেয়ার ক্রয় প্রস্তাব পত্রে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব বৈধ থাকার মেয়াদ উল্লেখ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শেয়ার ক্রয়ের এইরূপ প্রস্তাব উক্ত প্রস্তাবের তারিখ হইতে কমপক্ষে চার সপ্তাহ বলবৎ থাকিবে।

[১] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/৫৫/প্রশাসন/০৩-৫০, তারিখঃ জুলাই ২৭, ২০১০ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা সেপ্টেম্ববর ২৩, ২০১০ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোম্পানীর কোন মূলধনী সম্পদ উক্ত সময়ে বিক্রয় করিতে পারিবে না বা ভোটাধিকার সম্বলিত নূতন কোন শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে না।

(৫) যদি প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারী অন্য কোন কোম্পানী হয় তবে শেয়ার অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিটি দলিলে বা বিজ্ঞপ্তিতে এই মর্মে ঘোষণা থাকিবে যে উক্ত কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট দলিল বা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত বিষয়াদির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের অনুমোদন রহিয়াছে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিচালক উল্লিখিত দায়-দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চায় তবে উক্ত ঘোষণাপত্রে এই মর্মে স্পষ্ট বর্ণনা থাকিতে হইবে।

১৫। **অধিগ্রহণতব্য শেয়ারের ন্যূনতম সংখ্যা**।-(১) অধিগ্রহণকারী কর্তৃক কোম্পানীর অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের নিকট প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের নিকট হইতে সর্বসাকুল্যে কোম্পানীর মোট শেয়ারের সর্বনিম্ন শতকরা কত ভাগ শেয়ার ক্রয় করা হইবে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের ফলে উক্ত কোম্পানীতে জনগণের শেয়ারের পরিমান যদি দশ শতাংশ এর নিচে নামিয়া আসে তবে উক্ত অধিগ্রহণকারী, যদি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়, জনগণের অবশিষ্ট সমুদয় শেয়ারও অধিগ্রহণে বাধ্য থাকিবে।

(৩) যদি কোন অধিগ্রহণকারী কর্তৃক নির্ধারিত ক্রয়যোগ্য শেয়ারের চেয়ে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ধারক কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত শেয়ারের পরিমাণ বেশি হইয়া থাকে তবে উক্ত অধিগ্রহণকারী আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট শেয়ার ধারক কর্তৃক প্রদত্ত বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। **প্রস্তাব সম্পূর্নকরণ**।- প্রস্তাবের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার চার সপ্তাহের মধ্যে অধিগ্রহণকারী যেই সকল শেয়ারহোল্ডার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মূল্য পরিশোধ সহ প্রস্তাব সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার উহা নিশ্চিতির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৭। **প্রতিযোগিতামূলক অধিগ্রহণ**।- (১) যেই অধিগ্রহণকারী শেয়ার ক্রয়ের গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছে সে ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারের দুই সপ্তাহের মধ্যে দর প্রদান পূর্বক উল্লিখিত শেয়ার ক্রয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ক্রয়ে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলী যথাস্থানে যথাযোগ্য পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে, উল্লেখ থাকে যে, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচারিত প্রস্তাবের মেয়াদকাল কোন ক্ষেত্রেই বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত প্রথম প্রস্তাবের মেয়াদকালের অধিক হইবে না।

১৮। **সংশোধিত প্রস্তাব**।- নিম্মোক্ত পদ্ধতি ব্যতিরেকে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবের কোন শর্ত পরিবর্তন কিংবা প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিতে কোন সংশোধন করা যাইবে না-

(ক) কমিশনের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ;

(খ) বিধি ৮ এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরনে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা; এবং

(গ) প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার সমীপে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রেরণ করা।

১৯। **ক্রয় প্রস্তাব প্রত্যাহার**।- (১) জনগন্যে প্রচারিত শেয়ার ক্রয়ের কোন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইবে না, যদি না প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে এমন কোন ঘটনার উদ্ভব ঘটে যাহা, Act of God সহ, তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত কারণে যদি শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয়।

(২) উপ-বিধি (১) সাপেক্ষে, জনগন্যে প্রচারিত শেয়ার ক্রয়ের কোন প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে যদি নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি বিষয় ঘটিয়া থাকেঃ-

(ক) প্রস্তাবক যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি (natural person) হয় তবে তার মৃত্যু হইলে কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন আইনগত উত্তরাধীকারী সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে অনিচ্ছুক হইলে;

(খ) প্রস্তাবককে যদি দেউলিয়া ঘোষনা করা হয় ;

(গ) প্রস্তাবক যদি অন্য কোন কোম্পানী হয় কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate) হয় তবে উহা যদি ব্যবসা সমাপ্তির নোটিশ প্রাপ্ত হয়;

(ঘ) প্রস্তাবক যদি কোন কোম্পানী হয় এবং উক্ত কোম্পানী যদি অতঃপর অন্য কোন কোম্পানী কর্তৃক অধিগ্রহিত হইয়া যায় সেই ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকারী কোম্পানী যদি প্রস্তাবিত শেয়ার ক্রয়ে অনিচ্ছুক হয়;

(ঙ) কমিশনের বিবেচনায় অন্য কোন কারণে।

(৩) অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহারের কোনও একটি কারণের উদ্ভব ঘটিলে যেই সব সংবাদপত্রে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্রয় প্রস্তাব প্রচার করা হইয়াছিল সেই সব সংবাদ পত্রেই প্রস্তাবককে যথাযথ কারণ প্রদর্শনপূর্বক ক্রয় প্রস্তাব প্রত্যাহারের গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ধার মানসে কর্তৃত্ব গ্রহণ
(*BAIL OUT TAKEOVERS*)

২০। **উদ্ধার মানসে কর্তৃত্ব গ্রহণ**।- (১) আর্থিকভাবে দুর্বল কোন কোম্পানীকে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে কোন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান (financial institution) বা তফসিলী ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একক বা যৌথভাবে উক্ত কোম্পানীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শেয়ার অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিবে তাহাকে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) হিসাবে গন্য করা হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধিমালা সঠিকভাবে অনুসরন করা হয় কিনা তাহা নিশ্চিত করার জন্যে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) দায়ী থাকিবে।

(৩) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে দূর্বল প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক উপযোগিতা (financial viability) বিবেচনাপূর্বক উহার গ্রহনযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিবে, উহার পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করিবে, এবং সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ফলপ্রসু পুনরুজ্জীবন ও স্বচ্ছতা নীতির ভিত্তিতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা (rehabilitation package) প্রণয়ন করিবে।

(৪) ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন করিতে হইলে পুনর্বাসন স্কীমে সুনির্দিষ্টভাবে উহার বিশদ বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৫) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর শেয়ার অধিগ্রহণ করার জন্যে পুনর্বাসন স্কীমে নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে -

(ক) সরাসরি শেয়ার ক্রয়, অথবা
(খ) শেয়ার বিনিময়, অথবা
(গ) উভয় পদ্ধতির সমন্বয়।

ব্যাখ্যাঃ এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানী (financially weak company) বলিতে এমন কোম্পানী বুঝাইবে যাহার বৎসরান্তে negative net worth রহিয়াছে বা যাহার শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বশেষ ন্যূনতম তিন বৎসর যাবত অভিহিত মূল্যের (face value) নিচে রহিয়াছে বা যে বিগত পাঁচ বছরে কোন লভ্যাংশ প্রদান করে নাই।

২১। **শেয়ার অধিগ্রহণ পদ্ধতি**।- (১) পূনর্বাসনের স্কীম কার্যকর করার পূর্বে অর্থ প্রদানকারী বা পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) কর্তৃক দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর আওতায় প্রস্তাব পাওয়ার পর পরিপোষক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে দূর্বল কোম্পানীকে পুনর্বাসিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, অর্থসংস্থানের পর্যাপ্ততা এবং কারিগরি সামর্থ বিবেচনা পূর্বক প্রস্তাবক ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবে।

(৩) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর শেয়ার অর্জনের প্রস্তাব প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানী সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে যাহার মধ্যে বিশেষভাবে উক্ত কোম্পানীর বর্তমান ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, উৎপাদিত পন্যের পরিধি, শেয়ার ধারনের স্বরূপ (shareholding pattern), আর্থিক অবস্থান এবং কার্যসম্পাদন (financial holding and performance), প্রস্তাব আহ্বানের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের পরিসম্পদ ও দায়ভার এবং উক্ত কোম্পানীকে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবকের নিকট হইতে প্রত্যাশিত ন্যূনতম আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণতব্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতির লক্ষ্যে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবে নিম্মোক্ত শর্তাদিরও উল্লেখ করিবে,-

(ক) অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার হোল্ডার এবং শেয়ারহোল্ডার বহির্ভূত কোন পেশাদারী পরিচালক সহ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ অন্যূন সাতজন ও সর্বোচ্চ বারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে যাহার চেয়ারম্যান শেয়ারহোল্ডার বহির্ভূত পেশদারী পরিচালকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(গ) পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণী কার্যাদি ছাড়া কোম্পানীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(গ) পেশাদারী বিশেষজ্ঞ পরিচালকের অন্তর্ভূক্তি সহ কোম্পানীতে একটি নিরীক্ষা কমিটি এবং পরিচালক ও কর্মচারীদের জন্যে একটি পারিশ্রমিক নির্ধারণ কমিটি থাকিবে।

(গ) কোম্পানীর একজন পেশাদারী কোম্পানী সচিব থাকিবে যিনি এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদের নিকট জবাবদিহির জন্যে দায়ী থাকিবেন।

২২। **দরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি**।- (১) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিনিময়ের উপযুক্ত মূল্য, ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবস্থাপনার খ্যাতি প্রভৃতির ভিত্তিতে দরপত্রের মূল্যায়ন করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে পেশাদারিত্ব ও আর্থিক বিষয়ে সুখ্যাতি রহিয়াছে এমন একজন কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট এবং একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্টকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে, অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত দরপত্র সমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত করিতে হইবে এবং আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক তৎসমূহের মধ্যে সার্বিকভাবে উপযুক্ত এমন একটি দরপত্র বিবেচনার নিমিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

২৩। **শেয়ার ক্রয়কারী ব্যক্তির দরপত্র প্রদান।**- বিধি ২২ অনুসরনে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থিরকৃত শেয়ার ক্রয়কারী পরিপোষক প্রতিষ্ঠান হইতে এই মর্মে অবহিত হওয়ার পর, উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে অথবা আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে এবং অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তার ও পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাক্রমে নির্ধারিত মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ঘোষণা করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ পুনর্বাসন স্কীম এর অংশ হিসাবে পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত শেয়ার আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীকে অর্পন করার ব্যাপারে অত্র বিধি কোন বিঘ্নের কারণ হইবে না।

২৪। **শেয়ার ক্রয়কারী ব্যক্তি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গণবিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে।**- (১) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের নিকট শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করার ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়কারী গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে।

(২) এই প্রকার গণবিজ্ঞপ্তির মধ্যে শেয়ার ক্রয়কারীর পরিচয় ও পটভূমিকা, প্রস্তাবিত দর, প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা, প্রস্তাব উন্মুক্ত থাকার মেয়াদকাল সহ প্রস্তাব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(৩) ক্রয় প্রস্তাবের শর্তাবলী আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানীর প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে প্রস্তাব জ্ঞাপন করার তারিখ (record date) এবং প্রস্তাবিত ক্রয়ের তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(৪) কোন শেয়ার অধিগ্রহণকারী অন্যান্যদের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে প্রথমে সর্বনিম্ন সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারের সমস্ত শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব দিবে।

২৫। **তৃতীয় অধ্যায় এর কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি।**- (১) বিধি ২৪ অনুসরণে প্রত্যেক ক্রয় প্রস্তাব এই বিধিমালার তৃতীয় অধ্যায় এর বিধিসমূহ হইতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য কমিশন সমীপে একটি আবেদন পত্র কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরনে দাখিল করিতে হইবে।

(২) এইরূপ আবেদন পত্র বিবেচনার জন্য কমিশন কোম্পনীর নিকট হইতে এবং পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের (vetting) পদ্ধতি, ইহার মূল্যায়ন এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্য আহরনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুসন্ধান (Investigation)

২৬। **কমিশনের তদন্ত করার অধিকার**।- (১) কোন ব্যক্তি যদি কাহারো সঙ্গে সিকিউরিটিজ লেনদেন করিয়া থাকে এবং কমিশনের কাছে এই বিষয়ে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহের যে কোন উদ্দেশ্য তদন্তের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত করিতে পারিবে, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদবিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করিবেন ও উক্ত ব্যক্তির হিসাবের বইপত্র, অন্যান্য তথ্যবিবরণাদি এবং দলিলপত্রাদি পরিদর্শন (inspect) করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহ, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নরূপ হইতে পারে ঃ

(ক) কোন বিনিয়োগকারী, মধ্যস্বত্বভোগী বা অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার এর কর্তৃত্ব গ্রহণ, অর্জন এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করা;

(খ) কোন বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে বা তথ্য প্রাপ্ত হইলে সিকিউরিটিজ ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে কমিশনের উদ্যোগে তদন্ত করা।

২৭। **তদন্ত পদ্ধতি**।- (১) বিধি ২৬ অনুসরনে তদন্ত কার্য শুরু করার পূর্বে কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ ইস্যু করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে কিংবা জনস্বার্থে এইরূপ নোটিশ ইস্যু করা উচিত নয়, তবে কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা নোটিশ ইস্যু ব্যতিরেকেই তদন্ত কার্য শুরু করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক ক্ষমতায়িত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনা শুরু করিবেন, এবং যেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা হইবে সেই ব্যক্তি বিধি ২৮ এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৮। **তদন্ত কার্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য**।- (১) যেইসব ব্যক্তির সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালিত হয় তাহাদের প্রত্যেককে (এখন হইতে তাদের "সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" বলিয়া অভিহিত করা হইবে) স্ব স্ব জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত পুস্তকাদি, হিসাব পত্র ও অন্যান্য দলিল পত্র এবং সিকিউরিটিজ মার্কেট এ লেনদেন সংক্রান্ত বিবরণী ও তথ্যাদি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তৎকর্তৃক কিংবা তৎস্থলাভিষিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত ভবনসমূহে যুক্তিসঙ্গত প্রবেশাধিকার প্রদান করিবে এবং মার্চেন্ট ব্যাংক, স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার এর বা অন্য কাহারো অধিকারে থাকে যেসব বইপত্র, নথিপত্র, দলিলপত্র (books, records, documents) ও কম্পিউটারের তথ্য-উপাত্ত এবং দলিলপত্র (documents) ও অন্যান্য নথিপত্রের (other materials) অনুলিপি যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট এই অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্দেশ্যে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত ও উপযোগী বলিয়া মনে হইবে সেইগুলি প্রদান করিবে এবং পরীক্ষা করার সুযোগ দিবে।

(৩) তদন্ত কার্য চলাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন সদস্য, পরিচালক, অংশীদার, কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ (examine) করিতে অথবা তাহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের ব্যাপারে যেইসব সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তাহার প্রত্যেক সদস্য, পরিচালক, স্বত্ত্বাধিকারী, অংশীদার, কর্মচারী কর্তৃক সেইসব সহযোগিতা প্রদান করা কর্তব্য হিসাবে গণ্য হইবে।

২৯। **কমিশন সমীপে প্রতিবেদন দাখিল**।- তদন্তকারী কর্মকর্তা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বা এইরূপ নির্দেশিত না হইলে যত শীঘ্র সম্ভব কমিশন সমীপে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

৩০। **উদঘাটিত তথ্য ইত্যাদি অবহিতকরণ**।- (১) তদন্তকারী কর্মকর্তা উদঘাটিত তথ্যাবলী সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে কমিশন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দেয়ার জন্যে, তাহাকে তদন্তকারী কর্মকর্তার উদঘাটিত তথ্যাবলী অবহিত করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাখ্যা (যদি কিছু থাকে) পাওয়ার পর সিকিউরিটিজ মার্কেটের স্বার্থে এবং আইন ও বিধিমালা যথার্থরূপে মানিয়া চলার লক্ষ্যে কমিশনের নিকট যেইসব ব্যবস্থা সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে সেইসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩১। **নিরিক্ষক নিয়োগ**।- (১) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হিসাব বই এবং কাজকর্ম তদন্ত করার জন্য কমিশন, Securities and Exchange Rules, 1987 এ বর্ণিত পন্থায় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খরচে, একজন যোগ্যতা সম্পন্ন নিরীক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) বিধি ২৬ এ বর্ণিত যেই সকল ক্ষমতা অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হইয়াছে, নিয়োজিত নিরীক্ষকও সেই ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং বিধি ২৮ এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

যেইসব দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে এই বিধিমূলে পরিচালিত তদন্ত কর্মের ব্যাপারেও তাহার ক্ষেত্রে সেইসব দায়-দায়িত্ব প্রযোজ্য হইবে।

৩২। **কমিশনের নির্দেশাবলী**।- বিধি ২৯ এ বর্ণিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর, আইনের ১৮ ধারামূলে প্রাপ্ত ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া, নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে বা যে কোন বিষয়ে কমিশন যেই সব নির্দেশ যথাযোগ্য মনে করিবে সেই সব নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সিকিউরিটিজ এর ব্যবসা না করার নির্দেশ প্রদান;

(খ) এই বিধিমালার লঙ্ঘন করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেই সব সিকিউরিটিজ অর্জন করিয়াছে সেইগুলি হস্তান্তরের ব্যাপারে নিষেধমূলক নির্দেশ প্রদান;

(গ) এই বিধিমালা লঙ্ঘন করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেই সব শেয়ার অধিগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সেইসব শেয়ার বিক্রয়ের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) আইনের ১০ ধারা বলে নিবন্ধীকৃত সনদপ্রাপ্ত কোন মধ্যস্বত্বভোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান।

(ঙ) কমিশনের বিবেচনায় অন্য যে কোন নির্দেশ প্রদান ;

৩৩। **কমিশনের অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**।- কমিশন, স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, জনস্বার্থ এবং পুঁজি বাজারের স্বার্থসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই বিধিমালার কোন বিধান হইতে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। **শাস্তি**।- যদি কেহ এই বিধিমালায় উল্লিখিত কোন বিধি, উপ-বিধি বা নির্দেশ ভংগ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হইবে।

তফসীল

[সূত্র ঃ বিধি ৮; উপ-বিধি (২)]

মার্চেন্ট ব্যাংকার, এই বিধিমালায় বর্ণিত পরিপালনীয় বিষয়াদি সহ, নিম্মোক্ত কর্তব্য সমূহের পরিপালন নিশ্চিত করিবে ঃ

১। গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে -

(ক) অধিগ্রহণকারীর প্রস্তাব বাস্তবায়নে সামর্থ;

(খ) বিধি ১০ এর (ঝ) তে বর্ণিত জামানত দাখিল করা হইয়াছে;

(গ) প্রস্তাব বাস্তবায়নকল্পে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল এবং অর্থের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে;

(ঘ) গণবিজ্ঞপ্তি এই বিধি অনুযায়ী নিস্পন্ন করা হইয়াছে।

২। কমিশনের নিকট due diligence সার্টিফিকেট এর খসড়া কমিশনে দাখিল করা।

৩। খসড়া গণবিজ্ঞপ্তির সঙ্গে প্রস্তাবের চিঠি অধিগ্রহণতব্য কোম্পানী, সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশনে দাখিল করা।

৪। গণবিজ্ঞপ্তির ও প্রস্তাব পত্রের বিষয়বস্তু সমূহে আস্থা রাখা যায় এমন উৎস হইতে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী করা হইয়াছে এবং উহা সত্য, বস্তুনিষ্ঠ ও পর্যাপ্ত (true, fair and adequate)।

৫। এই বিষয়ে আইন, অধ্যাদেশ এবং বিধি সমূহের বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলা হইয়াছে।

৬। এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণকারীর দায়িত্ব সমূহ পালনের পর অবশিষ্ট জামানতের টাকা অবমুক্ত করিয়া অধিগ্রহণকারীকে ফেরৎ প্রদান করা।

৭। অধিগ্রহণ নিস্পন্ন হইবার সাত দিনের মধ্যে মার্চেন্ট ব্যাংকার কমিশনের নিকট বিস্তারিতভাবে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা।

৮। প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের বিষয়টি মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসাবে বিবেচনাপূর্বক এই ব্যাপারে অধিগ্রহণকারী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তথ্যটি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, কমিশন ও সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জকে মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক লিখিতভাবে জানানো।

৯। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন পরিপালনীয় বিষয় নিশ্চিত করা।

মনির উদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন